হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ
বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৩৬৫/২০০৬

মোঃ সুজন

---- আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

----প্রতিবাদীপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

---- আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

----রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ০১.০৩.২০২৩ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ০৯.০৩.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১১৭০/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী রিভিশন।

আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্র-প্রতিবাদী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল এবং এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। রাষ্ট্র-প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিচারক দ্রুতবিচার আদালত-৪, ঢাকা কর্তৃক পল্লবী থানার মামলা নং- ০৩(০৬)২০০৫-এ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৮.০৮.২০০৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ ***রাষ্ট্র পক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলাঃ-*** *রাষ্ট্রপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, এজাহারকারী নব মুসলিম ওমর ফারুক ওরফে মানিক একজন চা দোকানদার। গত ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত ১০.৩১ মিঃ আসামী সুজন ১৬নং রোড আবাসিক রূপনগর, নার্সারী সংলগ্ন বাদীর চায়ের দোকানে এসে ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা চাঁদা দাবী করে এবং আসামী সায়েম তাকে পাঠিয়েছে। টাকা না দিলে দোকান ভাংচুর করার হুমকি দিয়ে চলে যায়। গত ০১.০৬.২০০৫ তারিখ বেলা অনুমান ১০.৩০ মিঃ আসামী সুজন বাদীর দোকানে গিয়ে পূর্বের দাবীকৃত ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী টাকা দিতে অস্বীকার করিলে বাদীকে মারপিট করার হুমকি দেয়। এমন সময় র‍্যাব সদস্যদের একটি টহল টিম গন্ডগোল শুনে বাদীর দোকানে রায় এবং বাদী ঘটনা র‍্যাবের নিকট জানালে র‍্যাব সদস্যরা আসামী সুজনকে গ্রেফতার করে। জিজ্ঞাসাবাদে সুজন জানায় অপর আসামী সায়েম এর নির্দেশে চাঁদার টাকার জন্য আসে। বাদী পল্লবী থানার আসামীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দাখিল করিলে অত্র মামলা রুজু হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪/৫ ধারা মতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।* *গত ১২.০৬.২০০৫ তারিখে আসামীদের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করে পড়ে শুনালে আসামীগণ প্রত্যেকে নিজেদের নির্দোষ বলে দাবী করে এবং সাফাই সাক্ষী দিবে বলে জানায়।* ***আসামীপক্ষের সংক্ষিপ্ত মামলাঃ-*** *আসামীপক্ষে বক্তব্য এই যে, আসামী সুজন ও বাদী পূর্ব থেকে পরস্পর পরিচিত। বাদী চায়ের দোকান পরিচালনার জন্য আসামী সুজনের নিকট থেকে ২০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছিল। আসামী সুজন এর পাওনা ২০০০/- টাকা বাদীর নিকট দাবী করিলে তর্ক বির্তক হয় এবং ঋণের টাকা যাতে দিতেনা হয় তার কারনে বাদী মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। আসামীরা নির্দোষ।* ***বিচার্য বিষয়ঃ-*** *অত্র মামলার বিচার্য বিষয় এই যে, আসামী সায়েম এর নির্দেশে*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামী সুজন গত ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত ১০.৩০ মিঃ বাদী নব মুসলিম ওমর ফারুক ওরফে মানিকের চায়ের দোকানে বাদীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করেছিল কিনা এবং গত ০১.০৬.২০০৫ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিঃ এর সময় আসামী সুজন পূর্বের দাবীকৃত ২০০০/- টাকা বাদীর নিকট ভয়ভীতি প্রদর্শন পূর্বক দাবী করেছিল কিনা এবং তাদ্বারা আসামী আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারা মতে অপরাধ করেছিল কিনা? *বাদীপক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণের মাধ্যমে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে কিনা?* ***সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনাঃ-*** *আলোচ্য মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সর্বমোট ৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। আসামীদের পক্ষ থেকে কোন সাফাই সাক্ষী দেয়া হয়নি।* *রাষ্ট্রপক্ষে গৃহিত ১নং সাক্ষী মামলার এজাহারকারী নব মুসলিম ওমর ফারুক ওরফে মানিক। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন গত ৩১.০৫.২০০৫ ইং তারিখে আসামী সুজন তার দোকানে এসে রাত ১০/১০.৩০ মিঃ এর সময় ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে দোকান ভাংচুর করবে বলে চলে যায়। গত ০১.০৬.২০০৫ তারিখ সকাল ১১/১১.৩০ দিকে সুজন পুনরায় তার নিকট গিয়ে ২০০০/- টাকা চাদা দাবী করে এবং সায়েম চাঁদার জন্য পাঠিয়েছে বলে। বাদী চাঁদা দিতে অস্বীকার করিলে আসামী তার সহিত গ্যাঞ্জাম করে। তখন টহলরত র‍্যাব গ্যাঞ্জাম শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাদীর নিকট ঘটনা শুনে সুজনকে গ্রেফতার করে। তিনি মামলার এজাহার সনাক্ত করেন। তিনি আসামীদ্বয়কে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন। জেরার জবাবে তিনি বলেন এজাহার নিজে লিখেননি। তিনি বলেন গত ৩০.০৫.২০০৫ তারিখে আসামী সায়েম ও সুজন তার দোকানে যায় এবং ভাংচুর করে একথা এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে। ঘটনার সময় আসামী সায়েম তার দোকানে গিয়েছিল একথা এজাহারে বলা আছে। তিনি জনাব আসামী সুজনকে আগে থেকে চিনতেন। কতজন র‍্যাব অফিসার ঘটনাস্থলে গিয়েছিল তাদের নাম এজাহারে বলা হয়নি।* *রাষ্ট্রপক্ষের ২নং সাক্ষী মোঃ ইয়াসিন। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত ১০/১০.৩০ মিঃ সুজন ও সায়েম বাদী মানিকের দোকানে এসে বাদীর নিকট ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে এবং প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা করেন না দিলে দোকান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। বাদী টাকা না দিলে সায়েম কতা কাটাকাটির এর পর্যায়ে লাথি দিয়ে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		দোকানের কাপ পিরিচ ফেলে দেয় এবং তারপর চলে যায়। তিনি জানান পরিদিন সকাল ১১/১১.৩০ টার দিকে র‍্যাব সুজনকে গ্রেফতার করেছিল। তিনি আসামীদেরকে সনাক্ত করেন। জেরার জবাবে তিনি বলেন ০১.০৬.২০০৫ তারিখের ঘটনা দেখেননি এবং সায়েমকে ঘটনাস্থলে দেখেননি। তিনি বলেন বি.এন.পি অফিসের কাছে তার দোকানে। দোকানের কোন লাইসেন্স নেই এবং কাকে দোকানের ছাড়া প্রদান করেন তা স্মরণ নেই এবং তার দোকান থেকে কোনদিন চাঁদা চায়নি। কোন তারিখে আই.ও সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তা মনে নেই। তিনি বলেন সুজন বাদী নিকট পাওনা ২০০০/- টাকা আনতে গেলে টাকা না দিয়ে র‍্যাবকে দিয়ে সুজনকে ধৃত করানো হয় একথা সত্য নয়। *রাষ্ট্রপক্ষের ৩নং সাক্ষী মোঃ ইউসুফ। তাকে রাষ্ট্রপক্ষ Tender ঘোষণা করেছে এবং আসামীপক্ষ জেরায় Decline করেছে।* *রাষ্ট্রপক্ষের ৪নং সাক্ষী র‍্যাব-৪ এর সদস্য ডিএডি মোঃ আলী আফসার, ৫নং সাক্ষী পি.পি.এম ৪০০০৪৭ মাসুদ পারভেজ। ৬নং সাক্ষী ল্যাঃ নাঃ ৫২৪২ মঞ্জুর রহমান, ৭নং সাক্ষী কং নং ১২০৮ মোঃ আবু তাহের। তাহারা ঘটনার দিন রুপনগর আবাসিক এলাকায় টহলরত অবস্থায় বেলা ১০.৩০ মিঃ ১৬নং রোডের বাদীর দোকানে গোন্ডগোল শুনে এগিয়ে যায় এবং বাদীর নিকট থেকে ঘটনাস্থলে আসামী সুজনকে ধৃত করে। সুজন দোষী বলে স্বীকারোক্তি করে। তাহারা সুজনকে সনাক্ত করেন। জেরার জবাবে ৪নং সাক্ষী বরেন তার সামনে সুজন কোন চাঁদা দাবী করেনি। তিনি জানান বাদীর কাছে শুনে ঘটনাস্থলে যান। সুজনকে গ্রেফতার করার পর একথা বলেননি যে সায়েমের কথামত ঘটনাস্থলে এসেছিল এবং সায়েম তাকে পাঠিয়েছিল।* *রাষ্ট্রপক্ষের ৮নং সাক্ষী মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস.আই মোঃ নাজমুল আলম চৌধুরী। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেন গত ০১.০৬.২০০৫ তারিখে মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন করেন। ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মতে জিজ্ঞাসাবাদ করে সাক্ষীদের জবানবন্দি রেকর্ড করেন এবং তদন্তকালে প্রমাণে আসামী সুজন ও জাহিদুল ইসলাম ওরফে সায়েমের বিরুদ্ধে বাদীর আনীত অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় তাহাদের বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪/৫ ধারার অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। তিনি মামলার FIR ফর্ম, মানচিত্র, সূচীপত্র ও আসামীদেরকে সনাক্ত করেন। তিনি জেরার জবাবে বলেন তিনি কোন আসামীকে arrest করেননি এবং সুজনের কাঃ বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করেননি। তিনি বলেন*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ঘটনাস্থলের ১৬নং রোড কতটুকু লম্বা তা বলতে পারিবেন না। ঘটনাস্থলে ভাংচুরের কোন আলামত পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ চিহ্নিত স্থানের কাউকে সাক্ষী করা হয়নি। এজাহার কে লিখেছে সে বিষয়ে বাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। নিরপেক্ষ সাক্ষী না নিয়ে বাদীর কথায় মিথ্যা সি.এস দাখিল করা হয়েছে একথা সত্য নয়। ***<u>সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের কারণসমূহঃ-</u>*** *মামলার গৃহিত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোনায় দেখা যায় ১নং সাক্ষী মামলার বাদী ওমর ফারুক ওরফে মানিক এজাহারে উল্লেখ করেছেন ৩০.০৫.২০০৫ ইং ও ০১.০৬.২০০৫ তারিখে আসামী সুজন তার দোকানে এসে চাঁদা দাবী করেছে। ২নং সাক্ষী মোঃ ইয়াসিন ও ৩নং সাক্ষী মোঃ ইউসুফ তাদের সাক্ষ্যে ঘটনা দেখেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। তারা বাদীর বক্তব্য সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ৪, ৫, ৬, ৭নং সাক্ষীগণ সবাই র‍্যাব-৪ এর সদস্য তারা ০১.০৬.২০০৫ তারিখে আসামী সুজনকে বাদীর দোকানে চাঁদাবাজি কালে ধৃত করেছেন এবং তাদের নিকট সুজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। আসামী সুজনের পক্ষে সাজেশন উল্লেখ করা হয় বাদীর নিকট সুজন টাকা পাওনা ছিল বিধায় সুজনের টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। কিন্তু সুজনের বক্তব্যের সমর্থনে আদালতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি। বাদী ছাড়া বাকী সাক্ষীদের সহিত আসামী সুজনের কোন পূর্ব শত্রুতা নেই, বিধায় সুজনের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার কোন কারণ নেই। বাদীপক্ষের সকল সাক্ষীগণ সুজন ঘটনার সহিত জড়িত ছিল মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। সাক্ষীদেরকে জেরার মাধ্যমে মুল ঘটনা থেকে বিচ্যুৎ করা যাননি। সাক্ষীদের বক্তব্যের মাঝে পরস্পর মিল রয়েছে।* *অপরদিকে বাদীর এজাহারের ভাষ্য মতে আসামী জাহিদুল ইসলাম ওরফে সায়েম ৩০.০৫.২০০৫ এবং ০১.০৬.২০০৫ তারিখে ঘটনাস্থলে ছিলনা। র‍্যাব সদস্যগণ ৪, ৫, ৬, ৭নং সাক্ষীগণ ঘটনাস্থলে সায়েমকে দেখেছেন মর্মে উল্লেখ করেনি। ২নং সাক্ষী মোঃ ইয়াসিন তার সাক্ষ্যে সায়েম ঘটনাস্থলে ছিল মর্মে উল্লেখ করলে ও বাদীর এজাহারের বর্ণনা সহিত তার বক্তব্যের মিল নেই।* *গৃহিত সাক্ষ্য প্রমাণ ও মামলার পারিপার্শ্বিকতা পর্যালোচনা করে আমার নিকট স্থির প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাদী পক্ষ সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী সুজন এর বিরুদ্ধে আনীত আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বিধায় তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্থ করা হলো। কিন্তু আসামী জাহিদুল ইসলাম ওরফে সায়েম এর বিরুদ্ধ আনীত অভিযোগ আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হলো। *অতএব, আদেশ হয় যে,* *আদেশ* *বাদীপক্ষ কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণে অত্র মামলার আসামী মোঃ জাহিদুল ইসলাম ওরফে সায়েক এর বিরুদ্ধে আনীত আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় তাহাকে নির্দোষ সাব্যস্থ করে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(১) ধারা মতে খালাস প্রদান করা হলো।* *অপরদিকে বাদীপক্ষ কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণে আসামী সুজন এর বিরুদ্ধে আনীত আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাকে উক্ত ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারার বিধান মতে তাকে ০২ (দুই) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড ও ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৩০ (ত্রিশ) দিনের কারাদন্ড প্রদান করা হলো। আসামী সুজনের নামে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।* *স্বহস্তে লিখিত এবং শুদ্ধকত ০৮ (আট)* *পাতা রায় আমার কথামত কম্পিউটারকৃত* *স্বা/- মোঃ তৌফিকুল আলম* *২৮.০৮.২০০৫* *মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট* *এবং* *বিচারক, দ্রুতবিচার আদালত নং- ৪* *ঢাকা মহানগর, ঢাকা।* *স্বা/- মোঃ তৌফিকুল আলম* *২৮.০৮.২০০৫* *মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট* *এবং* *বিচারক, দ্রুতবিচার আদালত নং- ৪* *ঢাকা মহানগর, ঢাকা।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১১৭০/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ২৮.০২.২০০৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের (দ্রুত বিচার আদালত নং- ৪) জি. আর. ২৬৯/২০০৫নং মামলার (পল্লবী থানার মামলা নং- ০৩(০৬)২০০৫) ইং ২৮.০৮.২০০৫ তারিখের তর্কিত সাজা প্রদান বিষয়ক রায় ও আদেশের অসম্মতিতে আপীঃ আসামী সুজন কর্তৃক বর্তমান আপীল*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		রুজুকৃত।
		বিশ্লেষনে প্রসিকিউশন কেস হিসাবে প্রতিফলিত Informant মুসলিম ওমর ফারুক ওরফে মানিক পল্লবী থানায় এই মর্মে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন যে, মামলার ধৃত চাঁদাবাজ আসামী সুজন এলাকায় একজন সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত। তার বিরুদ্ধে থানায় বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমা আছে। ইং ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত অনুমান ১০.৩০ মিনিটের সময় আসামী সুজন বাদীর চায়ের দোকানে এসে বলে যে, সেখানে দোকান করতে হলে মাসে মাসে চাঁদা দিতে হবে, নতুবা বাদী দোকান করতে পারবেনা। আসামী সুজন তাৎক্ষনাৎ ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে এবং চাঁদা না দিলে দোকান ভাংচুর করবে মর্মে হুমকি দিয়ে যায়। ইং ০১.০৬.২০০৫ তারিখ বেলা ১১.৩০ মিনিটের সময় আসামী সুজন বাদীর চায়ের দোকানে এসে পূর্বের দাবীকৃত ২০০০/- টাকা চায়। বাদী চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় আসামী বাদীকে মারপিটের হুমকি দেয়। সেই সময় র‍্যাব সদস্যদের একটি টহল পার্টি বাদীর দোকানে গন্ডগোল দেখে ঘটনাস্থলে যায়। বাদী টহল পার্টির ইনচার্জকে ঘটনার বিষয় জানালে র‍্যাব সদস্যরা চাঁদাবাজ সুজনকে গ্রেফতার করে এবং ধৃত আসামী জিজ্ঞাসাবাদে জানায়। সে চাঁদাবাজ সায়েমের নির্দেশ মোতাবেক বাদীর দোকানে ২০০০/- টাকা চাঁদা নিতে এসে ছিল।
		ঘটনা বিষয়ক বাদীর অভিযোগের ভিত্তিতে পল্লবী থানায় ৩(৬)২০০৫ নং মামলা রুজু হয় এবং ঘটনার তদন্ত শেষে প্রাথমিক ভাবে অভিযোগ প্রমানিত উল্লেখে, তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা আপীঃ আসামীসহ মামলার আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে পল্লবী থানার ইং ০৯.০৬.২০০৫ তারিখের ২৮৬ নং অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।
		বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে ইং ১২.০৬.২০০৫ তারিখ আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। মামলার সাক্ষ্য প্রমান গ্রহন শেষে ইং ০৯.০৮.২০০৫ তারিখ রাস্ট্র পক্ষের সাক্ষ্য প্রমানাদির ভিত্তিতে আপীঃ আসামীকে ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২ ধারা মতে যথারীতি পরীক্ষা করা হয়। আপীঃ আসামী পক্ষে মামলায়, কোন সাফাই সাক্ষ্য প্রদান করা হয়নি।
		ডিফেন্স ভাষ্যঃ আসামী পক্ষ কর্তৃক পি, ডাব্লিউগণকে জেরা করার প্রকৃতি, প্রদত্ত সাজেশন এবং ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৪২ ধারা মতে আসামী পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে ডিফেন্স বক্তব্য হিসাবে প্রতিফলিত, মামলার আসামীগন নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গ। আসামী সুজন ও বাদী পরস্পর পূর্ব

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিচিত। বাদী চায়ের দোকান করার জন্য আসামী সুজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে। আসামী তার পাওনা সেই টাকা বাদীর নিকট দাবী করায় তাদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হয় এবং ঋণের টাকা পরিশোধ না করার অপপ্রয়াস হিসাবে বাদী মিথ্যা উক্তিতে বর্তমান মামলা দায়ের করেছেন। মামলার তদন্তকার্যক্রম সঠিক নয়। *মামলার সাক্ষ্য প্রমানাদির ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষনে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত ইং ২৮.০৮.২০০৫ তারিখের তর্কিত রায়ে আপীঃ আসামীকে মামলা কথিত আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ৪ ধারা বর্নিত অপরাধে দোষী সাব্যস্থক্রমে ০২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা অর্থদন্ড, অনাদায়ে অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিনের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেন।* *বিজ্ঞ নিম্ন আদালত প্রদত্ত শাস্তির আদেশে ক্ষুব্ধ আপীঃ আসামী বর্তমান আপীল রুজু পূর্বক মেমোতে দাবী করে, প্রসিকিউশন পক্ষে আসামীর বিরুদ্ধে আইন সম্মত সাক্ষ্য প্রমানের মাধ্যমে মামলার মিথ্যা অভিযোগ প্রমানে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত মামলার সংশ্লিষ্ট ঘটনা, মামলার অবস্থাগত প্রেক্ষিত ও মামলার সাক্ষ্য প্রমান ইত্যাদির পরিপন্থীমতে আইন বিরুদ্ধ উপায়ে, অন্যায়ভাবে আপীঃ আসামীকে দোষী সাব্যস্থক্রমে ত্রুটিপূর্ণ শাস্তির আদেশ প্রদান করেছেন। আপীঃ আসামী পক্ষে তর্কিত রায় ও আদেশের রদরহিত চাওয়া হয়।* ***বিচার্য বিষয়*** *বিজ্ঞ নিম্ন আদালত প্রদত্ত ইং ২৮.০৮.২০০৫ তারিখের তর্কিত সাজা প্রদান বিষয়ক রায় ও আদেশ কি অশুদ্ধ, আইনের পরিপন্থি? এবং তর্কিত দন্ডাজ্ঞা কি Interference যোগ্য?* ***পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত*** *আপীল মামলার শুনানীর জন্য রেসপনডেন্ট পক্ষকে ডাকমতে আদালতে হাজির পাওয়া যায়নি। আপীঃ আসামীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর বিস্তারিত বক্তব্য শ্রবণসহ কেস রেকর্ডস মামলা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় সাক্ষ্য প্রমানাদি, তর্কিত রায়, আপীলের মেমো ইত্যাদির পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষন ও বিশ্লেষণে প্রতীয়মান, প্রসিকিউশনপক্ষ মামলার অভিযোগ প্রমানের স্বপক্ষে বাদীসহ ৮ (আট) জন সাক্ষীর দ্বারা আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।* *রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্য বিশ্লেষনে প্রতিফলিত, পি, ডাব্লিউ-১ হিসাবে মামলার বাদী নব মুসলমান ওমর ফারুক ওরফে মানিক তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন, ইং ৩১.০৫.২০০৫ তারিখ আসামী সুজন তার দোকানে এসে রাত*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		১০.০০/১০.৩০ মিনিটে ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে, দোকান ভাংচুর করবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। ইং ০১.০৬.২০০৫ তারিখ সকাল ১১.০০/১১.৩০ মিনিটের দিকে আসামী সুজন পুনরায় তার নিকট গিয়ে ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে এবং সায়েম চাঁদার জন্য পাঠিয়েছে বলে। বাদী চাঁদা দিতে অস্বীকার করায়, আসামী তার সাথে গ্যাঞ্জাম করে। তখন টহলরত র‍্যাব সদস্যরা গ্যাঞ্জাম দেখে ঘটনাস্থলে গিয়ে বাদীর নিকট ঘটনাশুনে সুজনেক গ্রেফতার করে। তিনি থানায় মামলা দায়ের করে বাদী তার দায়েরকৃত এজাহার প্রমান করেন এবং আসামীদ্বয়কে আদালতে সনাক্ত করেন। *দ্বিতীয় সাক্ষী মোঃ ইয়াসিন তার সাক্ষ্যে বলেন ইং ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত ১০.০০/১০.৩০ মিনিটে সুজন ও সায়েব বাদী মানিকের দোকানে এসে বাদীর নিকট ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে এবং প্রতিমাসে ২০০০/- টাকা করে না দিলে দোকান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দেয়। বাদী টাকা না দিলে সায়েম কথাকাটির এক পর্যায়ে লাথি দিয়ে দোকানের কাপ পিরিচ ফেলে দিয়ে চলে যায়। পি, ডাব্লিউ-২ বলেন, পরদিন সকাল ১১.০০/১১.৩০ টার দিকে র‍্যাব সুজনকে গ্রেফতার করে। সাক্ষী আসামীদেরকে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন।* *তৃতীয় সাক্ষী মোঃ ইউসুফ, পঞ্চম সাক্ষী র‍্যাব সদস্য সিপিএম ৪০০৪৭৮১ মোঃ মাসুদ পারভেজ, ৬ষ্ঠ সাক্ষী র‍্যাব সদস্য ল্যাঃ নাঃ ৪৫২৪২ মঞ্জুর রহমান ও সপ্তম সাক্ষী র‍্যাব সদস্য কং ১২০৮ মোঃ আবু তাহের* Tender witnesses *যাদেরকে আসামী পক্ষে জেরা করা হয়নি।* *চতুর্থ সাক্ষী ডি.এ.ডি মোঃ আলী অফিসার তার সাক্ষ্যে বলেন, ইং ০৪.০৬.২০০৫ পল্লবী থানার রুপনগর এলাকার জিডি নং- ৪০০ মুলে র‍্যাব সদস্য কর্পোরাল মাসুদ পারভেজ, ল্যান্স কর্পোরাল মঞ্জুর হোসেন ও কনস্টেবল আবু তাহেরসহ রুপনগর আবাসিক এলাকায় টহলরত ছিলেন। বেলা ৃনুমান ১১.৩০ মিনিটের সময় রুপনগর আবাসিক এলাকার ১৬নং রোডে একটি চায়ের দোকোনে গন্ডগোল দেখে সংগীয় ফোর্সসহ ঘটনাস্থলে যান। বাদী তাকে সুজন নামে একজন লোককে দেখিয়ে দিয়ে বলে গত ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত অনুমান ১০.৩০ ঘটিকার সময় বাদীর নিকট এসে বলে সায়েম তাকে পাঠিয়েছে ওখানে দোকান করতে হলে মাসে মাসে চাঁদা দিতে হবে। টাকা না দিলে বাদী সেখানে দোকান করতে পারবেনা। তার কাছে ২০০০/- টাকা দাবী করে এবং টাকা না দিলে দোকান ভাংচুর করার হুমকি দিয়ে চলে যায়। পুনরায় ০১.০৬.২০০৫ তারিখ সুজন বাদীর*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিকট পূর্বের দাবীকৃত টাকা নেবার জন্য আসে। টাকা না দিলে মারধরের হুমকি দেয়। ঘটনাস্থলের জনগনের সাক্ষ্য প্রমানে সুজনকে ধৃত করা হয়। সুজন দোষী বলে স্বীকারোক্তি করে এবং সায়েমের নির্দেশে চাদার টাকা নিতে সে বাদীর কাছে এসেছে মর্মে জানায়। সুজনকে সেই তারিখেই থানায় নিয়ে যান। পি, ডাব্লিউ- ৪ আদালতের ডকে আসামী সুজনকে সনাক্ত করেন। *অষ্টম সাক্ষী মামলার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা এস, আই নাজমুল আলম চৌধুরী তার সাক্ষ্যে বলেন, ইং ০১.০৬.২০০৫ তারিখ তিনি পল্লবী থানায় এস, আই হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় বাদীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বর্তমান মামলা রুজু হবার পর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলার তদন্তভার তার উপর হাওলা করলে, তিনি তদন্তভার গ্রহন করতঃ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র সূচীপত্রসহ প্রস্তুত করে। বাদীসহ সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। ধৃত আসামী সুজনকে আদালতে প্রেরন করেন এবং পলাতক আসামী সায়েমকে গ্রেফতারের চেষ্টা করেন। তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামী সুজন ও জাহিদুল ইসলাম ওরফে সায়েমের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায়, তিনি আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে পল্লবী থানার ইং ০৯.০৬.২০০৫ তারিখের ২৮৬নং অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা মামলার এফ. আই. আর ফরম ও তাতে থাকা ডিউটি অফিসার এস, আই মাহবুবুর রহমানের স্বাক্ষর, তার প্রস্তুতকৃত খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র এবং তাতে থাকা তার স্বাক্ষর সমূহ আদালতে প্রমান করেন। পি, ডাব্লিউ- ৮ মামলার আসামীদ্বয়কে আদালতের ডকে সনাক্ত করেন। মামলার সাক্ষ্য প্রমানাদির সামগ্রিক ও আইনগত বিচার বিশ্লেষনে প্রতিফলিত, আপীঃ আসামী গত ইং ৩০.০৫.২০০৫ তারিখ রাত অনুমান ১০.৩০ ঘটিকার সময় বাদীর দোকানে গিয়ে ভয়ভীতি প্রদর্শনে ২০০০/- টাকা চাঁদা দাবী করে এবং পরবর্তীতে ইং ০১.০৬.২০০৬ তারিখ বেলা ূনুমান ১১.৩০ মিনিটের সময় আপীঃ আসামী পুনরায় বাদীর দোকানে গিয়ে পূর্বের দাবীকৃত চাঁদার অর্থ আদায়ের চেষ্টাকালে র‍্যাব সদস্যদের দ্বারা হাতে নাতে ধৃত হয় মর্মে উত্থাপিত মামলার মুল অভিযোগ প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্যে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সমর্থিত ও প্রমানিত দেখা যায়। প্রসিকিউশন পক্ষ reliable competent and trust worthy মূলক সাক্ষী সাক্ষ্যে আপীঃ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানে সফল হয়েছে, বিচার বিশ্লেষনে প্রতীয়মান। বাদী ওমর ফারুক ওরফে মানিক পি, ডাব্লিউ- ১ হিসাবে এজাহারের বিবরণ*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সমর্থন করে আদালতে গ্রহনযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। পি, ডাব্লিউ- ২ মোঃ ইয়াছিন ও পি, ডাব্লিউ- ৩ মোঃ ইউসুফ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসাবে এজাহারের অভিযোগ সমর্থন করে আদালতে সাক্ষ্য দেন। পি, ডাব্লিউ- ৪ মোঃ আলী আফছার পি, ডাব্লিউ- ৫ মাসুদ পারভেজ, পি, ডাব্লিউ- ৬ মঞ্জুর রহমান ও পি, ডাব্লিউ- ৭ মোঃ আবু তাহের গং সকলে র‍্যাব- ৪ এর সদস্য এবং তারা ইং ০১.০৬.২০০৫ তারিখ এজাহার কথিত মতে ও সময়ে চাঁদাবাজীকালে আসামী সুজনকে বাদীর দোকান হতে হাতেনাতে ধৃত করেছিলেন এবং তাদের নিকট আপীল আসামী সুজন বাদীর নিকট চাঁদা দাবী বিষয় অস্বীকার করেছিলেন মর্মে গ্রহন যোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। পি, ডাব্লিউ- ৮ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস, আই মোঃ নাজমুল আলম চৌধুরীর সাক্ষ্যে প্রতিফলিত, তিনি যথারীতি মামলার তদন্ত শেষে প্রাথমিকভাবে অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। মুল অভিযোগ সম্পর্কিত time, place and Manner পি, ডাব্লিউসগণের সাক্ষ্যে well Corroborated এবং অভিযোগ সংক্রান্তে পি, ডব্লিউসগনের সাক্ষ্যে গ্রহন যোগ্যতা ও consistancy বিদ্যমান রয়েছে দেখা যায়। বাদীসহ মামলার স্থানীয় সাক্ষীদ্বয় পি, ডাব্লিউ- ২ মোঃ ইয়াছিন ও পি, ডাব্লিউ- ৩ মোঃ ইউসুফের সাথে আপীঃ আসামীর শত্রুতার কোন প্রমান বিচারে পাওয়া যায়নি। পি, ডাব্লিউসগনের সাক্ষ্যে ও জেরার উক্তিতে বিবেচনাযোগ্য গুরুত্বর কোন Discrepancy পরিলক্ষিত হয়নি। এতদভিন্ন রাষ্ট্র পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও জেরার উক্তির Minor discrepancy কে Prosecution storyর ক্ষেত্রে Contradiction হিসাবেও গন্য করা যায়না মনে করি। ডিফেন্স পক্ষে মামলার তদন্ত কাযক্রম Dishonest conduct মর্মে দাবী করা হলেও, বিচার বিশ্লেষনে প্রকৃত প্রস্তাবে আদৌ অনুমতি নয় যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রভাবিত মতে, অন্যায় ভাবে বা উদ্দেশ্যমূলক উপায়ে আপীঃ আসামীর বিরুদ্ধে বর্তমান মামলার চার্জশীট দাখিল করেছেন। *পর্যালোচনা ও বিচার বিশ্লেষনে ডিফেন্স ভাষ্যের কোন গ্রহনযোগ্যতা আদৌ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এজাহার বর্নিত মতে, সময়ে ও স্থানে চাঁদা দাবীর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিংবা আসামী চাঁদা দাবীকালে ঘটনাস্থলের র‍্যাব সদস্যগণ কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হয়নি কিংবা বাদী পাওনা অর্থ আসামীকে না প্রদানের অপকৌশল হিসাবে আপীঃ আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তিরূপ বর্তমান মামলার অবতারনা করেছেন কিংবা আপীঃ আসামী নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনার যৌক্তিক কোন কারন মামলার*

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Surrounding circumstances পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়নি। বরং বিশ্লেষনে প্রতিভাত, বিজ্ঞ নিম্ন আদালত প্রদত্ত তর্কিত সাজা প্রদান বিষয়ক রায় ও আদেশ সাক্ষ্য প্রমান নির্ভর বটে। আপীঃ আসামীর দ্বারা সম্পন্নকৃত অপরাধ আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুতবিচার) আইন, ২০০২ এর ৪ ধারা বর্নিত অপরাধেরই সামিন এবং সংশ্লিষ্ট ধারা বর্নিত অপরাধের অভিযোগে আপীঃ আসামীকে দোষী সাব্যস্থক্রমে বিজ্ঞ নিম্ন আদালত যে তর্কিত দন্ডাজ্ঞা প্রদান করেছেন তা বেআইনী বা অশুদ্ধ গন্য করা যায়না। সংগত কারনে, তর্কিত দন্ডাজ্ঞার ক্ষেত্রে Interference এর আইনগত কোন কারন বা যৌক্তিকতা নেই এবং উপযুর্ক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে বর্তমান ফৌজদারী আপীল মঞ্জুর যোগ্য নয় সাব্যস্থক্রমে আপীলের আলোচ্য point টির বিচার নিষ্পন্ন করা হলো। *অতএব, আদেশ* *বর্তমান ১১৭০/২০০৫নং ফৌজদারী আপীল মামলাটি আপীঃ আসামীপক্ষের শুনানী সাপেক্ষে ও মেরিটের ভিত্তিতে বিচার অন্তে নামঞ্জুর হলো। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতের সংশ্লিষ্ট জি. আর ২৬৯/২০০৩নং মামলায় (পল্লবী থানার মামলা নং- ০৩(০৬)২০০৫) আপীঃ আসামীর বিরুদ্ধে প্রচারিত ইং ২৮.০৮.২০০৫ তারিখের তর্কিত দন্ডাজ্ঞা এতদ্বারা বহাল বলবৎ রাখা হলো।* *রায়ের কপিসহ L. C. R সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে সত্তর ফেরৎ পাঠানো হোক।* *আমার জবানীতে লিখিত এবং আমার দ্বারা সংশোধিত।* *স্বা/- অস্পষ্ট* — *স্বা/- অস্পষ্ট* *২৮.০২.২০০৬* — *২৮.০২.২০০৬* *(শামসুল আলম খান)* — *(শামসুল আলম খান)* *মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ* — *মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ* *১ম আদালত, ঢাকা।* — *১ম আদালত, ঢাকা।* ২নং সাক্ষী মোঃ ইয়াসিন তার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি ঘটনা দেখেননি। তিনি আরও বলেন তারও দোকান আছে এবং তার দোকানে আসামী কোন চাঁদা দাবী করে নাই। যে চাঁদাবাজ সে সব দোকান হতেই চাঁদা দাবী করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আসামী শুধু বাদীর দোকান থেকে চাঁদা চাওয়া অন্য কিছু প্রমান করে। রাষ্ট্র পক্ষের ৩নং সাক্ষীকে Tender করা হয়। র‍্যাব সদস্য ৪, ৫, ৬ এবং ৭নং সাক্ষী ঘটনাস্থলে আসামীকে দেখেছে মর্মে উল্লেখ করেন নাই। ৮নং সাক্ষী তদন্তকারী কর্মকর্তা। এজাহারকারী চা দোকানদার মালিক ১নং সাক্ষী হিসেবে তার জেরায় বলেন যে, বিগত

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ইংরেজী ৩০.০৫.২০০৫ তারিখে আসামী তার দোকান ভাংচুর করে। কিন্তু উক্ত বিষয়ে তিনি থানায় কোন অভিযোগ করেন নাই। সার্বিক পর্যালোচনায় এটি প্রতীয়মান যে, এজাহারকারী (১নং সাক্ষী) অত্র দরখাস্তকারী আসামীকে হয়রানী করার হীনমানষে অত্র মিথ্যা মোকদ্দমাটি দায়ের করেছে। প্রসিকিউশন পক্ষ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অভিযোগ প্রমাণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারিক ও আপীল আদালত সঠিকভাবে দালিলিক ও মৌখিক সাক্ষ্য পর্যালোচনা ব্যতিরেকে রায় প্রদান করেছেন যা হস্তক্ষেপ যোগ্য। অত্র রুলটি চুড়ান্ত যোগ্য। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চুড়ান্ত করা হলো। বিজ্ঞ মহানগর অতিরিক্ত দায়রা জজ, ১ম আদালত, ঢাকা কর্তৃক মেট্রোঃ ফৌজদারী আপীল মামলা নং- ১১৭০/২০০৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৮.০২.২০০৬ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো। অত্র মামলার আসামী-দরখাস্তকারী মোঃ সুজন, পিতা- মোঃ মজিবর রহমান, সাং- লালবাগ, জেলা- দিনাজপুর। বর্তমানে- ডি/৫০ ইস্টার্ন হাউজিং, থানা- পল্লবী, জেলা- ঢাকাকে আইন শৃংখলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন এর ৪ ধারার অপরাধের অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারদেরকে জামিননামার দায় হতে অব্যাহতি দেওয়া হলো। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।